পূণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের বিশ্ব মিশন দিবস ২০২৪ এর বার্তা

২০ অক্টোবর ২০২৪

যাও ও সবাইকে ভোজে আমন্ত্রণ জানাও (মথি ২২:৯)

খ্রীষ্টেতে আমার প্রিয় ভাই বোনেরা,

এই বছর বিশ্ব মিশন দিবসের জন্য আমি মথি চরিত মঙ্গলসমাচার (মথি ২২:১-১৪) বিবাহ ভোজের উপমা কাহিনি বিশেষ ভাবে বেছে নিয়েছি। যখন অতিথিরা তাঁর, অর্থাৎ রাজার নিমন্ত্রন প্রত্যাক্ষান করল, তখন তিনি তাঁর চাকরদের বললেন, ''তোমরা এখন যাও, প্রতিটি রাস্তার মুখে গিয়ে সামনে যাদেরই দেখতে পাবে, বিয়ে উৎসবে আসার জন্য তাদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে, ডেকে আনবে। (পদ সংখ্যা৯) এই উপমা কাহিনির মূল অংশটি এবং যীশুর নিজের জীবন কাহিনী উপলদ্বি করে আমরা সুসমাচার প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নির্ধারিত করতে পারি। যীশুর কর্ম জীবনের এই দিকগুলি আমাদের সকলের জন্য প্রাসঙ্গিক।

সম্মিলিত যাত্রার শেষে পর্যায়ের নীতি বাক্য হল ''কথোপকথন, অংশগ্রহন, প্রেরণ''এরই মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্টমন্ডলী যেন তার প্রাথমিক কাজের উপর মন:সংযোগ করতে পারে, আজকের জগতে সর্বত্র মঙ্গলসমাচার প্রচার করে।

১। **''যাও এবং নিমন্ত্রণ কর''**- পৌরতিক কার্য, এমনই এক ক্লান্তিহীন কর্ম, যার দ্বারা প্রভু সকল মানুষকে নিমন্ত্রণ জানায় তাঁর মহাভোজে অংশগ্রহন করতে।

তার চাকরদের প্রতি রাজার আদেশে আমরা দুটি শব্দ খুঁজে পাই, যা পৌরতিক কার্যের কেন্দ্রবিন্দু। ক্রিয়াপদ দুটি হচ্ছে- যাও এবং নিমন্ত্রণ জানাও

প্রথমত, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত অতিথিদের কাছে রাজার নিমন্ত্রণ পাঠানোর জন্য, সমস্ত চাকরদের আগেই প্রেরণ করা হয়েছিল, (মথি ২২:৩) পৌরতিক কার্যে আমরা দেখি, সকল মানবজাতির জন্য (মহিলা ও পুরুষ) এক ক্লান্তিহীন আহ্বান। যা তাদের নিমন্ত্রণ জানায় ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। ঈশ্বর, প্রেমে মহান, করুণাতে সমৃদ্ধ প্রতিনিয়ত সকল মানুষেকে আহ্বান করছেন তাঁর ঐশরাজ্যের আনন্দের সহভাগি হয়ে ওঠার জন্য। মানুষের উদাসীনতা, অস্বীকৃতির মুখেও যীশু খ্রীষ্ট, উওম মেষপালক হয়ে এলেন, আমাদের কাছে পিতার ঐশ ভোজের নিমন্ত্রণ নিয়ে।

যীশু এলেন, ইস্রায়েল জাতির হারিয়ে যাওয়া মেষদের খোঁজে, এসেও তিনি চেয়েছিলেন সকলের কাছে পৌছতে, যাতে সবচেয়ে দূরের মেষের কাছে পৌছাতে পারেন। যোহন: ১০: ১৬)

যীশু তাঁর পুনুরুস্থানের আগে ও পরে শিষ্যদের বলেছিলেন ''তোমরা যাও''- এর মধ্যে দিয়ে তিনি তাদের তাঁর নিজের পৌরতিক কার্যে যুক্ত করলেন। (লূক ১০:৩), মার্ক ১৬: ১৫)

প্রভু তার মন্ডলীকে পৌরতিক কার্যের দায়িত্ব ভার প্রদান করেন এবং মন্ডলী সর্বদা অনুগত থেকে সমস্ত রকম বাধা ও বিঘ্নের মধ্যেও ক্লান্ত বা হতাশ না হয়ে, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি এই সুযোগে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা খ্রীষ্টের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে, মাতৃভূমি থেকে দূরে গিয়ে, যারা এখনও প্রভুর বাণী যারা গ্রহন করেননি, কিম্বা সবেমাত্র গ্রহন করেছেন তাদের মধ্যে প্রভুর মঙ্গলবানী বিস্তার করছেন।

প্রিয় বন্ধুগণ, আপনার উৎসর্গীকৃত জীবন হচ্ছে, প্রেরণ কার্যের প্রতি আপন অঙ্গীকারের বাস্তব অভিব্যক্তি। যা যীশু নিজে তার শিষ্যদের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমরা শিষ্য করে তোলো।(মথি ২৮: ১৯)

আমরা সর্বদা প্রার্থনা করছি এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ধর্মপ্রচারকদের জন্য, যারা পৃথিবীর সকল প্রান্তে পৈরিতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত।

আমরা যেন না ভুলি যে- প্রতিটি খ্রীষ্টভক্ত খ্রীষ্টের দ্বারা আহূত, তারা যেন নিজেদের জীবনাদর্শের মধ্য দিয়ে সার্বজনীন প্রেরণ কার্যে, মঙ্গলসমাচার প্রচারে সাক্ষ্য দিতে পারে। সুতরাং সমগ্র মন্ডলী ক্রমাগত তাঁর প্রভুর সাথে সংযুক্ত থেকে প্রতিটি রাস্তার সংযোগ স্থলে পৌছাতে পারে।

আজদের দিনে আমরা দেখতে পাই যীশু দরজায় কড়া নাড়েন ভেতর থেকে কিন্তু প্রায়ই আমরা মন্ডলীকে এমন ভাবে বন্দি করে রাখছি যাতে প্রভু বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারে, যেন নিজেই নিজের মধ্যেই বন্দি হয়ে থাকে।
প্রভু নিজেই প্রেরণ কাজের জন্য এসে ছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন আমরা সকলেই পৌরতিক কর্মে যুক্ত হই। আমরা যারা দীক্ষীত, বাস্তত জীবনে নতুন কিছু করার জন্য, আমরা যেন সর্বদা প্রস্তুত থাকি। নতুন ধর্মপ্রচার আন্দলোন উদযাপন করতে পারি যেমনটি ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রাক্কালে।
উপমা কাহিনিতে দেখতে পাই, রাজা আদেশে চাকরদের শুধু যেতে বলছেন না কিন্তু বিবাহভোজে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করতেও বলছেন। (মথি ২২:৪) এখানে আর একটা জিনিস দেখতে পাই- যেটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রেরণ কার্য- যা ঈশ্বর আমাদের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। আমরা কল্পনার চোখে দেখি চারকরেরা রাজার নিমন্ত্রন অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে খুব তাড়াতাড়ি পৌছে দিয়েছিলেন। সেই একই রকম ভাবে মঙ্গলসমাচার সকল মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে। পিতা ঈশ্বরের ত্রানকর্মের ও ভালবাসার যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে, যিনি মারা গিয়েও মৃতদের মধ্য থেকে পুনুরুত্থিত হয়েছিলেন। (সার্বজনীন প্রেরণকার্য ৩৬ পদ) ধর্ম প্রচারক-শিষ্যগণ এই কাজগুলি অবশ্যই আনন্দে উদারতা ও বদান্যতার সঙ্গে করবে।আর এগুলি হলো পবিত্রাত্মার দান। যেগুলি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। (গালাতীয় ৫:২২)
কোন রকম চাপ সৃষ্টি, জবরদস্তি, ধমান্তরীকরন করে নয় বরং খোলা মন সহানুভুতি ও সুবিবেচক মনোভাব নিয়ে তা করতে হবে। এবং এরই মধ্যে দিয়ে ইশ্বরের ভালবাসা প্রতিফলিত হবে।

২. ''বিবাহভোজ''- শেষবিচার ও শেষভোজ হচ্ছে যীশুখ্রীষ্টের প্রচার ও মন্ডলীর পৌরতিক পরিধি। এই উপমার রাজা তার পুত্রের বিবাহভোজে আমন্ত্রন জানানোর জন্য বলেছিলেন। বিবাহভোজটি হল যীশুর শেষ বিচারের প্রতিচ্ছবি এবং এটি হল স্বর্গরাজ্যের চুড়ান্ত মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়। মানবপুত্র এই পৃথিবিতে এসেছিলেন মানুষ যেন জীবন পায়, পুরোপুরি ভাবে পায়। (যোহন ১০:১০)

প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থ (২৫:৬-৮) সিয়োন পর্বতে বিশ্বপতি ভগবান একদিন সকল জাতির জন্য সাজিয়ে রাখবেন এক মহাভোজ, উপাদেয় যত খাদ্য ও পরিনত সুরারই মহাভোজ, সেদিন তিনি মৃত্যুকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন চিরকালেরই মতো। যীশু তার প্রচার কার্যের শুরুতে ঘোষণা করেছিলেন যে, খ্রীষ্টের প্রেরণকার্য সময়ের পরিপূর্ণতার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই তিনি বলেছেন- ''সময় হয়ে এসেছে, ঐশ রাজ্য এখন খুব কাছেই। (মার্ক ১:১৫) খ্রীষ্টের শিষ্যদের আহ্বান জানানো হচ্ছে। তাদের প্রভু ও গুরুর প্রেরণ কার্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য। দ্বিতীয় ভ্যাটিকান মহাসভার শিক্ষার কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাবো শেষ বিচারের বৈশিষ্টের ভিত্তিতে বলা হয়েছে কিভাবে মন্ডলীর ধর্মপ্রচারকগণ তাদের প্রেরণ কার্যে বেরিয়ে পড়বে। ধর্ম প্রচারকদের কার্যকলাপের সময়কাল প্রভুর প্রথম আগমনের সাথে দ্বিতীয় আগমনের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। সব কিছু-শেষ হওয়ার আগে কিন্তু মঙ্গলসমাচার সকল জাতির কাছে প্রচারিত হতেই হবে। (মার্ক ১৩:১০)

আমরা জানি যে প্রথম খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের যে উৎসাহ ছিল তা শেষ বিচার সম্পর্কিত এক শক্তিশালী মঙ্গলবাণী প্রচার যাত্রা। তারা মঙ্গলবাণী সমাচার প্রচারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল। আজকের দিনেও এই দৃষ্টিকোন বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমাদের আনন্দের সাথে সুসমাচার প্রচার করতে সাহায্য করে, যারা জানে যে ''প্রভু কাছেই আছেন এবং আমরা একদিন সবাই স্বর্গরাজ্যে খ্রীষ্টের সঙ্গে সেই বিবাহভোজে মিলিত হবো। এই আশা নিয়ে তারা সবাই সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। যখন পৃথিবী আমাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার ভোজের আয়োজন করেছেন, যেমন ভোগ, স্বার্থপর স্বাচ্ছন্দ্য সম্পদ সঞ্চয়, ব্যক্তিত্ববাদ, তখনই মঙ্গলসমাচারের মাধ্যমে স্বগীয় মহাভোজে আংশগ্রহন করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান, যে ভোজে রয়েছে আনন্দ, সহভাগিতা, ন্যায্যতা ঈশ্বরের ও অন্যদের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন।

খ্রীষ্টের উপহার আমাদের জীবনে পূর্ণতা দান করে খ্রীষ্টযাগের মহাভোজের মাধ্যমে যা আমরা প্রত্যাশিত ভাবে লাভ করি, যা মন্ডলী প্রভুর আদেশে তাঁর স্মরণার্থে প্রতিদিন উদযাপন করেন। সুসমাচার প্রচারের প্রেরণ কাজে আমরা সকলকে শেষ বিচারের ভোজে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ জানাই, যা খ্রীষ্টযাগে প্রভুর ভোজে নিমন্ত্রণের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। এখানে প্রভু আমাদের তাঁর বাণী এবং তাঁর শরীর ও রক্ত দিয়ে পুষ্ট করেন। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট আমাদের শিখিয়েছিলেন যে প্রতিটি খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গের মাধ্যমে সমস্ত খ্রীষ্টভক্তদের সেই অন্তিম মহাভোজে অংশগ্রহন করার জন্য একত্রিত করে।

আমাদের জন্য খ্রীষ্টযাগ হল অন্তিম মহাভোজের সত্যিকারের একটি পূর্ণস্বাদ যা প্রবক্তা ইসাইয়া (ইসাইয়া ২৫:৬-৯) ভবিষ্যবাণী করেছেন এবং নতুন নিয়মে মেষশাবকের বিবাহভোজ (প্রত্যাদেশ গ্রন্থ ১৯:৯) এ বর্নিত হয়েছে, যা সাধু-সাধ্বীদের সংযোগে আনন্দে উদযাপিত হয়। (সাক্রামেন্টার্স ক্যারিতার্স ৩১)।

আমাদের সকলকে বলা হচ্ছে, আমরা যেন প্রতিটি খ্রিষ্টযাগের মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে তার মহাভোজ এবং ধর্মপ্রচারের দিকগুলি গভীরভাবে অনুভব করতে চাই । এই প্রশঙ্গে আমি পুনরায় উল্লেখিত করতে চাই যে আমরা খ্রীষ্টযাগে (প্রভুর ভোজে) বেদীতে পৌছাতে পারবো না, যদি না আমরা ধর্মপ্রচারের কাজে আকৃষ্ট না হই, যা প্রথমে ঈশ্বর থেকেই শুরু হয়। তার মানে সব মানুষের কাছে পৌছাও। (,৮৪) অনেক স্থানীয় গীর্জা কোভিড পরবর্তীকালে খ্রীষ্টযাগে (প্রভুর ভোজে) নবীকরন করে তা প্রশংসনীয় এবং এটি সকল বিশ্বাসী খ্রীষ্টভক্তদের মধ্যে ধর্মপ্রচার কার্যের চেতনা পুনুরুজ্জবিত করার জন্য অপরিহার্য হয়েছে। প্রতিটি খ্রীষ্টযাগে গভীর বিশ্বাস ও আন্তরিক উৎসাহ নিয়ে আমাদের বিশ্বাস মন্ত্র উচ্ছারন করা উচিত ''হে প্রভু আমরা তোমার মৃত্যুর কথা প্রচার করি, তোমার পুনুরুস্থানের মহিমা প্রকাশ করি , যতদিন না তুমি পুনারায় আগমন কর।''

এই বছরে আমরা ২০২৫ সালে জয়ন্তীবর্ষ প্রস্তুতির জন্য একনিষ্ঠ ভাবে প্রার্থনা করব। আমি সকলকে উৎসাহিত করতে চাই যাতে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গে সহভাগি হতে পারে এবং মন্ডলীর ধর্ম প্রচারের কাজের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেন। মুক্তিদাতার আদেশে বাধ্য হয়ে খ্রীষ্টমন্ডলী যেন প্রতিটি খ্রীষ্টযাগে এবং ধর্মীয় উপাসনায় হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা প্রার্থনাটি বাদ না দেয়। যার আবেদন হলো-তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক, এইভাবে দৈনন্দিন প্রার্থনা ও খ্রীষ্টযাগের মাধ্যমে আমরা প্রকৃত তীর্থযাত্রী এবং ধর্মপ্রাণ হিসাবে ঈশ্বরের অনন্ত জীবনরাজ্যে যাত্রা করবো এবং বিবাহভোজে আংশগ্রহন করবো যা ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৩.''প্রত্যেকে''- খ্রীষ্টভক্তদের পৌরতিক কাজ হল সম্পূর্ন সিনোডাল এবং মিশনারী।

তৃতীয় এবং শেষ অভিমত, যারা রাজার আমন্ত্রণ পেয়েছেন যারা, তাদের নিয়ে, ''সকলের জন্য''। এটি হলো পৌরতিক কাজের কেন্দ্রবিন্দ, 'সকলের জন্য', কাউকে বাদ না দিয়ে। প্রতিটি পৌরতিক কাজ জন্ম নেয় খ্রীষ্টের হৃদয় থেকে, যাতে তিনি সকলকে নিজের দিকে আর্কষ্ট করতে পারেন।''(পন্টিফিকাল মিশনারী সোসাইটির সাধারন সভায় ভাষণ, ৩ জুন ২০২৩)। আজকের দিনে, বিভক্তি ও সংঘাতে পূর্ন বিশ্বে, খ্রীষ্টের সুসমাচার সেই কোমল কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠস্বর যা প্রত্যেকে একে অপরের সাথে মিলিত হতে আহ্বান করে, প্রত্যেকে ভাই-বোন হিসাবে চিনতে, এবং বৈচিত্যের মধ্যে সাদৃশ্যে প্রকাশ করে। ''আমাদের উদ্ধারকর্তা ঈশ্বর চান যে সবাই রক্ষা পাক এবং সত্যের জ্ঞান লাভ করুক''(১ তিমথীয় ২:৪)। অতএব, আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই যে আমাদের পৌরতিক কার্যকলাপের মধ্যে আমাদের সকলকে সুসমাচার প্রচার করতে আহ্বান জানানো হয়েছে: ''নতুন বাধ্যবাধকতা আরোপিত বলে মনে করার পরিবর্তে, [আমরা] আনন্দ ভাগাভাগি করতে ইচ্ছুক থাকি এবং সুন্দর দিগন্তের পথ নির্দেশ দিয়ে ভোজের আমন্ত্রণ জানাই'' (এভানজেলি গাউদিয়াম, ১৪)

খ্রীষ্টের পৌরতিক শিষ্যেরা, সামাজিক বা নৈতিক অবস্থান যাই থাক না কেন সর্বদা প্রত্যেকের সঙ্গেই আন্তরিক। ভোজের উপমা আমাদের বলে যে, রাজার আদেশে, দাসেরা ''যাদেরকে পেয়েছিল, ভালো এবং মন্দ উভয়কেই'' (মথি ২২:১০) একত্রিত করেছিল। তাছাড়া, ''গরীব, পঙ্গু, অন্ধ এবং খোঁড়া'' (লূক ১৪:২১), এক কথায়, আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে সবচেয়ে প্রান্তিক সকলেই রাজার বিশেষ অতিথি। ঈশ্বরের পুত্রের বিবাহ ভোজ সর্বদা সবার জন্য খোলা থাকে, কারণ তিনি আমাদের প্রত্যেকের জন্য নি:শর্ত ভালবাসা প্রকাশ করেন। কারন তিনি জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, তাদের কার-ও যেন বিনাশ না হয়, বরং তারা সকলেই যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন।(যোহন ৩:১৬)। প্রত্যেকটি পুরুষ এবং নারীকে ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে অংশগ্রহন করতে আমন্ত্রণ জানান, যা রুপান্তরিত করে এবং রক্ষা করে। এই নি:শর্ত উপহারটি গ্রহন করতে এবং পরিবর্তিত হতে শুধুমাত্র ''হ্যাঁ'' বললেই হয়, এটিকে ''উৎসবের উপযুক্ত পোশাকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে (মথি ২২:১২)।

পৌরতিক কাজের জন্য সকলের দায়বদ্ধতার প্রয়োজন। এই পৌরতিক কাজ এগিয়ে নেবার জন্য প্রয়োজন সিনোডাল এবং মিশনারী মন্ডলী মঙ্গলসমাচার প্রচারে ব্রতী। সিনোডালিটি এবং মিশনারী পরস্পরের পরি-পূরক
এবং মিশন সর্বদা সিনোডাল। সুতরাং পৌরতিক সহযোগিতা আজকের দিনে খুবি জরুরী ও প্রয়োজনীয় উভই, স্থানীয় ও বিশ্ব মন্ডলীর জন্য।

দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিল এবং আমাদের পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আমি বিশ্বজুড়ে সমস্ত বিশপগণকে পন্টিফিকাল মিশনারী সোসাইটির সেবা করার জন্য অনুরোধ করি, ''যার মাধ্যমে প্রত্যেকে খ্রীষ্টভক্ত সার্বজনীন এবং মিশনারী ভাবধারায় গঠিত হয় এবং [এটি] সকল মিশনের জন্য আর্থিক তহবিল সংগ্রহের একটি মাধ্যম'' (অ্যাড জেন্টেস, ৩৮)।
এই কারণে, সকল স্থানীয় মন্ডলী বিশ্ব মিশন দিবসের বিশেষ সংগৃহীত অর্থ সার্বজনীন সংহতির উদ্দেশে যা

পন্টিফিকাল মিশনারি সোসাইটির জন্য সংগ্রীহিত, বিশ্বের সকল মিশনের প্রয়োজন অনুযায়ী পোপের নামে বিশ্বাস প্রচারের সমাজ (সোসাইটি অফ দ্য প্রোপ্রেগেশান অফ দ্য ফ্রেইথ) এই সহবিল বিতরণ করে। আসুন, আমরা প্রার্থনা করি যেন প্রভু আমাদেরকে আরও সমন্বিত এবং আরও মিশনারী মন্ডলী হতে পথ দেখান এবং সাহায্য করেন (বিশপদের সিনডের সাধারন সভার সমাপণী পবিত্র মীশার উপদেশ, ২৯ অক্টোবর, ২০২৩)।

অবশেষে, আসুন আমরা আমাদের দৃষ্টি মারীয়ার দিকে তুলে ধরি, যিনি গ্যালিলির কানা নগরে একটি বিবাহ ভোজে যীশুকে তাঁর প্রথম আশ্চর্য কাজটি করতে বলেছিলেন (যোহন ২:১-১২)। প্রভু নবদম্পতি এবং সকল অতিথিকে নতুন দ্রাক্ষারসে সমৃদ্ধ করেছিলেন, যা ঈশ্বরের প্রস্তাবিত বিবাহ ভোজের পূর্বাভাস। আসুন, আমরা তাঁর মাতৃস্নেহের মধ্যস্থতার জন্য প্রার্থনা করি, যেন খ্রীষ্টের শিষ্যদের প্রচারের কাজটি আমাদের সময়েও সফল হয়। আমাদের মায়ের আনন্দ এবং ভালবাসায় পূর্ণ স্নেহের শক্তিতে, আসুন আমরা সবাইকে আমাদের রাজার, আমাদের উদ্ধারকারীর আমন্ত্রণ পৌছে দিই। পবিত্র মাতা, প্রচারের তারকা, আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন!

রোম, সেন্ট জন ল্যাটেরান, ২৫শে জানুয়ারি ২০২৪, সেন্ট পলের মন পরিবর্তনের পর্ব দিবস

পূণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস